International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-IV, July 2023, Page No.22-28
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i4.2023.22-28

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে গণিকাদের জীবনসত্য

লোপামুদ্রা গাঙ্গুলী
গবেষক এবং সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেদান্ত কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শুভদীপ মন্ডল
বেদান্ত কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শিউলি মন্ডল
বেদান্ত কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
An excellent text that combines the incisive analysis of historical research and a deep, geographical wisdom on every aspect of the socio-cultural economy of colonial India. What is most striking about the text is the unflinching balance of the author's analysis of the impact of colonial rule on Indian society, capturing the multifaceted, mixed character of ruler-ruled relations in all its complexities, tensions, and apparent contradictions. Prostitution (sex for money) islegal in British India but some related activities, such as hiring prostitutes in public places, roaming around brothels, running brothels, hotel prostitution, child prostitution, coddling, brokering of prostitutes, are criminal offences. During the colonial rule, due to a wrong thinking about these women, police showed brutality against them and sexual assault became a common phenomenon. Previously, they accepted all these tortures without any protest, but this time, they started to gradually develop their struggles under the umbrella of some educated noble people and started their ownlife.

Keywords - Prostitution, Colonial India, Sex workers,literature, Indian society

ভূমিকা: প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যে যৌনকর্মীদের সম্মন্ধে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার ইতিবাচক অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে আবার কোথাও তুলে ধরা হয়েছে তাদের জীবনযাত্রার নেতিবাচক দিকগুলি। যদিও প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই নেতিবাচক দিকগুলিই যে অধীক 'ছাপ ফেলেছে তা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ 'যৌনকর্মী' নামে চিহ্নিত এই সকল নারী। সম্প্রদায়ের সমাজ ও সাহিত্যে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপর তাদের ঋণাত্মক প্রভাবই সাহিত্যের মূল উপজীব্য হিসাবে পাঠককে অধীক আকর্ষিত করেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে এই সকল নারীদের চিহ্নিত করণ, তাদের উপর পুলিশি অত্যাচার এবং সর্বপরি যৌননিগ্রহ একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাড়ায়। পূর্বে এই সকল নির্যাতন

তারা মুখ বুজে মেনে নিলেও এই সময় তারা পাশে পায় কিছু শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিদের এবং এদের ছত্রছায়াই ধরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগ্রাম।

ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে বর্তমান সময়ের যৌনকর্মীরা: মোঘল শাসনতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় পটপরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ভারতীয় রাজনীতিতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার পদক্ষেপ ভারতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক মননে আনে পরিবর্তন। এর সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রায় আসে কিছু অনন্যতা।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে যৌনকর্মীদের জীবনসত্য: ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিবিধ নথি বিশ্লেষণ করলে যে চিত্রটি পরিস্ফুট হয়, তা হল, প্রধানত ব্রিটিশ সৈনদের মনোরঞ্জনের উদদেশ্যে ব্রিটিশ ছাউনিতে যৌনকর্মীদের অবস্থান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।(Nag, 2006)

তৎকালীন সময়ের সমাজ জীবন আলোচনার ক্ষেত্রে যেহেতু তথ্যের অপূর্ণতা বিশেষভাবে পাঠককে বিভ্রান্তির মুখে ফেলে তাই বহুক্ষেত্রেই শুধুমাত্র যৌনকর্মীদের জীবনচিত্র জানার ক্ষেত্রে শহরকেন্দ্রিক কিছু তথ্যই সম্বল। এই সকল তথ্য শুধুমাত্র শহুরে জীবনযাত্রায় যৌনকর্মীদের অবস্থান ও তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। কলকাতা এবং চেন্নাই শহরে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার খন্ডচিত্র হয়তো বৃহদ্ অর্থে কিছুটা হলেও পাঠকের তথ্য সন্ধানের ইচ্ছাকে পূরণ করবে।

কলকাতা শহরে যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রা: উপনিবেশিক সময়কালে কলকাতা শহরের যৌনকর্মীদের জীবন ইতিহাস জানতে হলে অষ্টদশ ও ঊনবিংশ শতকে প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় –

a) তৎকালীন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ বুরজোয়া সম্প্রদায় তথা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের দ্বারা সংরক্ষিত নথি
b) বহিরাগত পরিদর্শকের দ্বারা লিপিবন্ধ নথি
c) সমসাময়িক পুস্তিকা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবিধ তথ্য
d) যৌনকর্মীদের নিজেদের রচিত বিভিন্ন গান, ছড়া এবং প্রবাদ যা বংশপরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচালিত
e) মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিত যৌনকর্মীদের আত্মজীবনী ছাড়াও তৎকালীন যে বহু যৌনকর্মী নিয়মিত থিয়েটারে অভিনয় করতেন ফলে প্রাপ্ত সেই সকল নথি
f) এই সময়ই বিভিন্ন শিক্ষিত মহিলা এবং পুরুষদের যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ বশত: তাদের সম্পর্কে রচনা (Nag, 2006)

উপরিউক্ত প্রাপ্ত বিবিধ নথি সূত্র বিশ্লেষণ করলে যে কথাটি সহজেই অনুমেয় তা হল ব্রিটিশ শাসনকালে যদিও যৌনকর্মীদের বিষয়ে একটা অবরুদ্ধ তকমা আঁটা ছিল তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌনকর্মীদের বিষয়ে আগ্রহের যথেষ্ট অবকাশ লক্ষ্যনীয়।

এই সময়ে যে সকল যৌনকর্মীরা মধ্যম আয় করতো তাদের ‘পতিতা’ হিসাবে বিবিধ ক্ষেত্রে আখ্যায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন আয়ের যৌনকর্মীদের ‘বেশ্যা’, ‘খানকী’ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হত। তৎকালীন সময়ে কলকাতার শহুরে জীবনে ‘খেমটাওয়ালি’ নামক এক শ্রেণীর মহিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব বিশেষভাবে

লক্ষ্য করা যায়। এরা ছিল প্রকৃত অর্থে গ্রাম্য মহিলা সম্প্রদায় যারা শহরের জনপথে ফুল, ফল বিক্রি করে এবং ঝুমুর নৃত্য ও গীত প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। প্রাপ্ত নথির ভিত্তিতে বহুক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে এই সকল মহিলারা অধীক অর্থ উপার্জনের আশায় শহরের নিষিদ্ধ গলিতে সাময়িককালের জন্য যৌনকর্মীদের ন্যায় জীবনও অতিবাহিত করতেন। এই সকল খেমটাওয়ালিদের প্রদর্শিত নৃত্যগীত যে তৎকালীন কলকাতাবাসী বাবুদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল তা সেইসময়কালে রচিত বহুসাহিত্যে স্বাক্ষরিত। ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলা থিয়েটারে নাট্য সম্রাজ্ঞী বিনোদিনী দাসীর অবদান অপরিসীম। তিনি নটী, তিনি আত্মচরিত রচয়িতা, সর্বোপরি তিনি ছিলেন বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা। সে যুগে যে সকল উচ্চবিত্ত মহিলা সাহিত্যিক ছিলেন তার সঙ্গে বিনোদিনীর পার্থক্য এটুকুই ছিল যে তিনি জন্মে ছিলেন বারবনিতা সম্প্রদায়ে। তাই নাট্য সমাজে তার প্রতিভা গ্রহণীয় হলেও সাহিত্য সাধনায় তিনি ছিলেন উপেক্ষিতা।

এই তথ্য থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, নাট্য জগতে বারবনিতাদের সন্তানরা স্থান পেলেও সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে তারা ছিল ব্রাত্য (দাসী, 2014)। প্রাচীনকাল থেকেই নারীজীবনের অকাল বৈধবা, স্বামীর পরিবারবর্গ থেকে যোন নিগ্রহ বহুক্ষেত্রেই তাকে যৌনপেশা গ্রহণে বাধ্য করেছে। বাংলার ইতিহাসে ৭৬ এর মন্বন্তর বাংলার জনজীবনে অর্থনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে চোরা স্রোতের ন্যায় সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ যৌনপেশার ক্ষেত্রে আনে একটি অনন্য পরিবর্তন। মন্বন্তরের সময়কালে সামান্য অন্য সংস্থানের উদ্দেশ্যে বহু পরিবার তাদের যুবতী কন্যা সন্তানদের ব্রিটিশ অথবা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের নিকট বিক্রি করে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই তালিকায় সর্বাগ্রে সামিল ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যারা তাদের নিগৃহীত পুত্রবধূ, বিধবা পুত্রবধূ এবং সর্বপরি তাদের কন্যাদের সম্মানের বিনিময়ে অন্ন সংগ্রহ করেছিল (Banerjee,2006)।

এই সকল ক্ষেত্রে যে নারীদের কোনরুপ মতামত যে গ্রহণ করা হত না তা বলার অবকাশ রাখে না। এই সময়ে রচিত বহুবিধ সাহিত্যে নারীকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হলেও বাস্তবে সে ছিল শুধুমাত্রই একটি পণ্য।

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের শেকড় কলকাতার মাটিতে শক্ত করে গ্রথিত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসক, উচ্চবিত্ত জমিদারদের মধ্যে যৌনকর্মী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী তথা চাহিদার ফারাক ঘটতে থাকে। সমাজ জীবন বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবন সম্বলিত যৌনকর্মীদের চাহিদা বাড়তে থাকে। ১৮৫১ সালের ১লা মে ‘সংবাদ ভাস্কর” নামক একটি পত্রিকার সমীক্ষা অনুসারে কলকাতাতে অবস্থানরত ২৭জন যৌনকর্মীদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা যারা জাত ও কুলের বাঁধা নিষেধের ফলে বিবাহ প্রদানে অসমর্থতাহেতু এবং দৈনন্দিন দুর্দশার কারণে যৌনকর্মীর পেশা গ্রহণ করেছে। এই তথ্যটির মাধ্যমে যে সত্যটি উদ্ঘাটিত হয় তা হল, সমাজে অবহেলিত নারীদের তথাকথিত সমাজে স্থান না হলেও সামান্য বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যৌনকর্মীদের সমাজে তাদের স্থান ছিল অবারিত।১৮৭৩ সালে ব্রিটিশ গভমেন্টের নিকট প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর একটি রিপোর্ট তৎকালীন সমাজে নারীজীবনের দুর্দশা সম্পর্কে সরকার অবগত হলেও বাস্তবে সেই দুর্দশ পুরীকরণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি (Nag, 2006)। ১৮৬০ সালে প্রসন্নকুমার পাল রচনা করেন রাঁঙ্গাত্মকনোট ‘বেশানুরক্তি নিবর্তন’ – এই নাটকের

মাধ্যমে কলকাতায় অবস্থানরত যৌনকর্মীদের বিবর্তন ও তাদের সমস্যার কথা আলোচিত হয় (Joardar , 1984)।

উপনিবেশিক রাজত্বকালের গোড়াপত্তনের ক্ষেত্রে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে তাদের বসতি স্থাপন করতে শুরু করে তখন সেই সকল বণিকদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন ছিল তৎকালীন সময়ে কলকাতার অবস্থানরত কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক যৌনকর্মীদের। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সৈন্যদের শারীরিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও এই সকল নারীদের চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসনাধীকারীদের যৌনতৃপ্তি মেটাতে এই সকল যোনকর্মীদের চাহিদা ছিল যথেষ্ট (Banerjee,2006)।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে সম্পূর্ণরূপে আগ্রাসিত ভারতবর্ষে এই সকল যৌণকর্মীদের মধ্যে ধীরে ধীরে যৌনরোগ সংক্রমণের লক্ষ্মণ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রধানত এই সময়েই ব্রিটিশ সৈন্যদের থেকে বিভিন্ন জটিল যৌনরোগ যৌনকর্মীদের মধ্যে তাদের অজান্তেই প্রসারিত হতে থাকে। এই সময়কালে প্রচারিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমীক্ষায় জানা যায় যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রায় ২% - ৩% মধ্যে যৌনরোগ সংক্রমনের লক্ষ্মণ প্রকাশিত ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যদের সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ সালে 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' 'প্রবর্তিত হয়। এই আইনানুসারে যে সকল যৌনকর্মীদের নিকট সৈনারা অধীক যায় তাদের একটি নির্দিষ্ট বাসগৃহের মধ্যের আবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এই সব গৃহকে 'চাকলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 'চাকলা'-তে একজন মালকিনও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও সৈন্য ও যৌনকর্মীদের যৌনরোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে 'লক হসপিটাল' স্থাপন করা হয়। ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সৈন্যদের গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান কন্টাজিয়াস অ্যাক্ট' – গ্রহণ করেন। এই আইনে যৌনকর্মীদের নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে যৌনরোগের চিকিৎসা ও পরামর্শও প্রদান করা হত (Nag,2006)।

প্রথমদিকে, সরকার যেহেতু আইন প্রণয়ন করেছেন তাই ভাল কিছু হবার আশায় অনেক যৌনকর্মী স্বেচ্ছায় মাসে চার টাকা দিয়ে যৌগরোগের পরীক্ষা করাতে আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে এই পরীক্ষা যৌনকর্মীদের কাছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কেননা, প্রত্যেক মহিলাকেই সবার সামনে নগ্ন করে একপ্রকার লোহার শলাকা ও পিচকারী দিয়ে যৌনাঙ্গের পরীক্ষা করা হত এবং শলাকাটি ঢোকাবার সময় জোর করে ঢোকাবার ফলে প্রচুর যৌনকর্মী আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন। এই সমস্যা আড়াতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে তারা ইংরেজদের কলকাতা ছেড়ে ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত চন্দনগরে পালিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। এই সময় ১৪১৮ জন যৌনকর্মী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তখন থেকেই শুরু হয় যৌনকর্মীদের উপর পুলিশের রেড। কেউ কেউ পালাতে না পেরে লজ্জা ও ঘৃণার আত্মহত্যা করেন। শেষ পর্যায়ে প্রায় বাধ্য হয়েই এই সকল যৌনকর্মীদের মধ্যে প্রায় ২০২৬ জন ইংরেজদের তৈরী এই আইনের ও পুলিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ফাইল করে। এই ঘটনার বৃত্তান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকলে এই আইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে কলকাতার মানুষ ২টি দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল মনে করতে থাকেন। যেহেতু যৌনকর্মীরা সরকার প্রযুক্ত এই সঠিক আইনের সুফল লাভ না করে তার বিরুদ্ধে কেস করেছে এবং কলকাতা থেকে পলায়ন করছে সুতারাং তাদের মধ্যেই কোন দোষ আছে। ফলে তারা আসলে অপরাধী এবং এই চিন্তা থেকেই তাদের সমাজ

'খারাপ মেয়ে হিসাবে ভাবতে থাকে। অন্য একদল মানুষ ডাক্তার, পুলিশ ও যৌনকর্মীদের খদ্দের দের এই আসল দোষী হিসাবে চিহ্নিত করতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকার এই সময় লক্ষ্য করেন যে, এই আইন প্রয়োগের দ্বারাও সৈন্যদের মধ্যে যৌনরোগের প্রভাব হ্রাস পায়নি এবং প্রায় ৩০ হাজার যৌনকর্মীদের মাত্র ৬ হাজার যৌনকর্মী রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। এই সকল কারণের জন্য ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ এই আইন তুলে দিতে বাধা হন (Dutta, 2005)। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে উচ্চবিত্ত মাদকাশক্ত একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। যৌনকর্মীরা এদের 'বাবু' হিসাবে আখ্যায়িত করতেন। কিছু যৌনকর্মীদের কিছু 'বাধা বাবু' ছিল তারা শুধুমাত্র সেই যৌনকর্মীর ভরণপোষণের দ্বায়িত্ব নিতেন। ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে যৌনকর্মীরা বাধাবাবুদের কাছ থেকে ঠিকমত মাসোহারা না পেলে 'কথা খেলাপি'র মোকদ্দমা করতেন। জজসাহেব বাবুদের আদালতে তলন করে মীমাংসার সূত্র বের করতেন। এর থেকে বোঝা যায় যে সময়েও যৌনকর্মীর পেশ চুক্তিবদ্ধ পেশা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। (দত্ত, 2005)

এই সময় বাংলার ইতিহাসে 'বাঈজি সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও পূর্বে মোঘল রাজদরবারে বাঈজী সম্প্রদায়ের উপস্থতি ছিল কিন্তু তারা ছিল শুধুমার নৃত্য গীত প্রদর্শন এর জন্য নিয়োজিত নারী। ঔপনিবেশিক সময়ে এই সঙ্গীতজ্ঞা ও নৃত্য পটিয়সী বাঈজি সম্প্রদায় এর জীবনযাত্রার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে বাঈজী গৃহে 'বাবু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরা বহুক্ষেত্রেই বাধ্য থাকতেন সহবাসের দ্বারা তাদের বাবুদের মনোরঞ্জনে।

এই বাঈজী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের প্রথম পর্যায়ে সমাজে তাদের যথেষ্ট সম্মান প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে সমাজের চাপে কিছু ক্ষেত্রে এই সকল বাঈজীরা শুধুমাত্র যৌন কর্মিতে পরিবর্তিত হন। যে সকল বাঈজীরা তাদের জীবিকা পরিবর্তন করতে রাজী ছিলেন না তারা পরবর্তীকালে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন।এই সময়ে কলকাতা শহরে হিন্দু যৌনকর্মীদের প্রতিপত্তি দেখে বহু মুসলমান নারী হিন্দু নামে এই পেশা গ্রহণ করেছিল (17) ব্রিটিশ রাজত্বের সময় কলকাতার যৌনকর্মীদের জীবন যাত্রার তথ্য যেহেতু নির্দিষ্ট এবং সীমিত কয়েকটি সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ তাই সেই সূত্রের উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র কয়েকটি খণ্ডচিত্রই লাভ করাই সম্ভব কিন্তু একটি বৃহদ সামাজিক পটচিত্রে যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র।কলকাতা শহরে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত চিত্র যেমন সীমিত তেমনই ব্রিটিশ শাসনকালে চেন্নাই শহরে অবস্থিত যৌনকর্মীদের জীবন চিত্রও অত্যন্ত নির্দিষ্ট।এই সময়ে ব্রিটিশ বণিকরা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তি দূর করতে পণ্ডিচেরি, নাখাপতনান অঞ্চলে অবস্থিত বেশ্যালয়গুলিতে নিমিত যেতেন। প্রধানত ব্রিটিশ বণিকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশেই এই বন্দর শহরগুলিতে বেশ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলটি বাণিজ্য শহর হিসাবে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শহরাঞ্চল থেকে বহু ব্যক্তি এই বন্দরে ধীরে ধীরে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। পরিবার থেকে দূরে অবস্থানের জন্যই এরা প্রায়শই এই অঞ্চলে অবস্থিত বেশ্যালয়গুলিতে যেতেন। কাজের উদ্দেশে এই শহরে বহু মহিলারা আসতেন যারা এত কম মজুরী পেতেন যে তারা অনেক সময়ই বাধ্য হতেন বিকল্প পেশা হিসাবে যৌনকর্মকে বেছে নিতে (Nag,2006)।

এই সকল মহিলাদের যৌনকর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানত তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাই দায়ী। তবে যৌনকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি গ্রহণের পশ্চাদে এই সকল মহিলাদের মানসিক অবস্থার কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা লাভ করা সম্ভব হয়নি।

১৮০১ সালে বহু ব্রিটিশ সৈন্যদের চেন্নাই বন্দরের মাধ্যমে ভারতে পাঠানো হয়। এরও বন্দর সংলগ্ন বেশ্যালয়গুলিতে নিয়মিত যাতায়াত করতো। কিন্তু এই সময় থেকেই তাদের মাধ্যমে বহু যৌনরোগ যৌনকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৪নং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার সৈন্য ও যৌনকর্মীদের সুরক্ষার জন্য 'লক্ হসপিটাল' স্থাপন করেন। কিন্তু এই সকল হাসপাতালে গেলে পেশার ক্ষতি হতে পারে এই ভেবে বহু যৌনকর্মী রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই সকল হাসপাতালে যেতেন না। অপর ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যের অভাবে যৌনকর্মীরা প্রতিনিয়তই যৌনরোগের শিকার হতেন (Banerjee,2006)।

এরই মধ্যে খ্রীস্টান মিশনারীরা এবং একদল ইংরেজ প্রচার করতে থাকেন যে বহু ইউরোপীয় মহিলা ভারতে যৌনকর্মীর পেশা শুরু করেছে। এতে ইংরেজ সাহেবদের অহঙ্কারে আঘাত লাগে, তারা কখনো এটা ভাবতেই পারতো না যে ভারতবর্ষে 'নেটিভ' সেবায় ইউরোপীয় মহিলারা অংশ নেবে। ফলে এই পেশাকে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার যৌনপেশাকে সোজাসুজি উচ্ছেদের পথে না এগিয়ে অন্যপথে এই পেশাকে বন্ধ করতে চায়। তারা একথা প্রচার করে থাকে যে, যৌনকর্মীরা কেউই স্ব-ইচ্ছায় এই পেশায় আসেনি। তাদের জোর করে এই পেশায় আনা হয়েছে অথবা তারা না জেনেই এই পেশা গ্রহণ করেছে এবং তারা আর এই পেশায় থাকতে চায় না। ব্রিটিশ সরকার এই সময় 'যৌনকর্মীদর পেশা খারাপ তা নিয়ে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকে। এই ধারণার সঠিক রূপদানের ক্ষেত্রে ১৯২১ সালে 'লিগ অফ নেশনস্' এ এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হয় যে, যত শীঘ্র সম্ভব নাবালিকা এবং অনিচ্ছুক মহিলাদের এই পেশা থেকে তাদের পুনর্বাসিত করা হবে (দত্ত , 2005)।

কিন্তু পুনর্বাসনের এই বীজ বপণ করা হলেও বাস্তবে তার প্রভাব গ্রহনিয়তার স্থান লাভ করে না। ভারতীয় সমাজ জীবন, যে নারী একবার এই পেশা গ্রহণ করেছে তাদের ফিরে আসাকে মেনে নিতে পারে না। ফলে এই সময় পরিস্থিতি হয়ে ওঠে জটিল। জীবনধারণের উদ্দেশ্যে সরকার এবং পলিশকে লুকিয়ে চলতে থাকে তাদের পেশা। যা আজও বর্তমান।

বৈদিক সময় থেকে মোঘল রাজত্বের সময় পর্যন্ত্য যৌনকর্মীদের যে চিত্র পূর্ব অধ্যায়ে লাভ করা সম্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনকালে তার মোড়ক বদলালেও চারিত্রিক দিক থেকে যৌনকর্মীদের জীবন ইতিহাসের তেমন কোন বিবর্তন ঘটেনি। পূর্বে তাদের ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিবেচনার করার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাজত্বে সেই চিন্তাভাবনা নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছিল।

উপসংহার: উপনিবেশিক সময় থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত যৌনকর্মীদের জীবনউপনিবেশিক সময় থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত যৌনকর্মীদের জীবন যাত্রার পরিবর্তনের কিছু খন্ড চিত্র একটি অধ্যায়ের মাধ্যমে তুলে ধরার সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এই খন্ড চিত্রগুলি অধিক বেদনাময় হলেও এই সকল নারীরা এই পরিবেশনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পেয়েছে এই অসতকে আঁকড়ে ধরে তারা বাঁচতে শিখেছে। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে যেটুকু জ্ঞান আরহণ করতে পেরেছি, তা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করতে পারি। উনিশ শতক জুড়ে গণিকা, গণিকাবৃত্তি ও গণিকাবাপন এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁদের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেদের স্বার্থেই বিভিন্ন আইন তৈরি করে ফেলেছিল ব্রিটিশরা। কারণ অনিয়ন্ত্রিত যৌনযাপনে সিফিলিস, গনোরিয়ার মতো মারাত্মক মারণ রোগ পড়েছিল সমাজে। পাছে গণিকারসিক ব্রিটিশদেরও আক্রমণ করে সেই ভীতিতেই গণিকাদের রোগমুক্ত রাখতে চেয়েছিল।এমতাবস্থায় সিভিল সোসাইটিও দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একপক্ষ যাঁরা গণিকাদের 'সোস্যাল এভিলস' ভাবত,

অপরপক্ষ এই আইনের ফলে গণিকাদের মধ্যে যে সংকট এসেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে। ব্রিটিশদের কাছে সৈন্যরা ছিল অমূল্য সম্পদ। কারণ এই সৈন্যদের দিয়েই ভারতীয় নেটিভ'-দের টাইট দেওয়া হত। তাই সৈন্যদের জন্য গণিকা সুলভ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। অনিয়ন্ত্রিত যৌনসঙ্গমে যৌনরোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। সে সময়কার রিপোর্ট বলছে, ১৮২৭ সালে ইংরেজ-সৈন্যদের মধ্যে মারণ যৌনরোগ ২৯ % থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র দুই বছরে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে ৩১ % হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৬০ সালে এসে সেটা এসে দাঁড়ায় ৭০ শতাংশে। এর ফলে একে একে সৈন্যদের বরখাস্ত করতে হচ্ছিল। সৈন্যসংখ্যা কমতে থাকায় সরকারের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। উদ্ধার পেতে আইন জারি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ তাঁরা খুঁজে পেলেন না বিকল্প হিসাবে দুটি পথ তো খোলা ছিলই। গণিকাবৃত্তি আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

তথ্যসূত্র:

1. Joardar, Biswanath; Prostitution in Historical and Modern Perspective: Inter India Publication, New Delhi, 1984.
2. Nag, Moni, 'Sex workers of India, Allied Publishers Privatelimited. New Delhi, 2006.
3. দাসী, বিনোদিনী ; নটি বিনোদিনী রচনা সমগ্র ;সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ২০১৪।
4. Banerjee, Sunanta; Dangerous Outcast; Allied Publication Pvtltd; New Delhi, 2006
5. দত্ত, মৃণালকান্তি,যৌনকর্মীদের জীবন সত্য, দুর্বার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫।